তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২০৭/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিতা-মোঃ তমিজ উদ্দিন
৯৭ শাহাজাহানপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১. জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ডেমরা, ঢাকা।

২. জনাব মোঃ সেলিম উল্লাহ
ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ
সারুলিয়া বাজার শাখা
ডেমরা, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৮-০৪-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ১১৯/২০১৫ নং অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সঠিক তথ্য সরবরাহ না করার জন্য জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা এবং জনাব মোঃ সেলিম উল্লাহ, ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ, সারুলিয়া বাজার শাখা, ডেমরা, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, উক্ত ১১৯/২০১৫ নং অভিযোগের শুনানীকালে শপথ গ্রহণপূর্বক উক্ত ইউপি সচিব মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অভিযোগকারী ০৭-০৯-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ সেলিম উল্লাহ, ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ, সারুলিয়া বাজার শাখা, ডেমরা, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঢাকা জেলার ডেমরা থানার সারুলিয়া ইউনিয়নের আওতাধীন আবাসিক এলাকায় ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ (UCB) সারুলিয়া শাখা হইতে সারুলিয়া ইউনিয়নের আওতাধীন আবাসিক এলাকায় বাড়ী নির্মাণের জন্য বা ইমারত ভবন মর্টগেজ রেখে কতজন ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।**
- **ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ইমারত/ভবনগুলোর রাজউক বা সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নক্সা অনুমোদনের ফটোকপি।**
- **ঋণ গ্রহণকারী ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানের জমি/ভূমি কত তারিখে ক্রয় করেছিল তার তথ্য।**
- **সারুলিয়া ইউনিয়নের আওতাধীন এলাকা UCB ব্যাংক কর্তৃক ইমারত নক্সা অনুমোদন বিহীন দালান বা ভবন মর্টগেজ রেখে কতজন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য।**

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-১০-২০১৫ তারিখে জনাব মোঃ আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পর ২১-১০-২০১৫ তারিখে ইউসিবিএল/সারুলিয়া/আইন/২০১৫/৮২৬ নং স্মারকে জনাব মোঃ সেলিম উল্লাহ, শাখা প্রধান, সারুলিয়া শাখা,

ডেমরা, ঢাকা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে তার যাচিত অন্যান্য তথ্য প্রদান করলেও প্রার্থিত ইমারত নক্সা অনুমোদনের ফটোকপি দেয়ার যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যাংক নয় বলে উক্ত তথ্য সরবরাহের সুযোগ নেই বলে জানান। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী প্রতিকার প্রার্থনা করে ১০-১১-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১২-১১-২০১৫ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ০৯-১২-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা এবং ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ, সারুলিয়া বাজার শাখা, ডেমরা, ঢাকা প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত। শুনানীতে মূল নথি/নকশা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ০৫-০১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা এবং ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ, সারুলিয়া বাজার শাখা, ডেমরা, ঢাকা কে মূল নথি/নকশা উপস্থাপন করার নির্দেশসহ তাদের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত। শুনানীতে মূল নথি/নকশা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থাকায় ০৯-০২-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা এবং ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ, সারুলিয়া বাজার শাখা, ডেমরা, ঢাকা এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। শুনানীর জন্য ধার্য ০৯-০২-২০১৬ তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত। শুনানীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কতিপয় নকশা উপস্থাপন করেন যা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কোন কোন ইমারতের নকশায় লিখেছেন " ইমারত নির্মাণ গেজেট ২৯ মে, ২০০৮ এ জারীকৃত বিধিমালা মোতাবেক ইমারত নির্মাণ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো ", আবার কোন কোন নকশায় লিখেছেন "অনুমোদন দেওয়া হলো" । সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান কোন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ ধরনের ২৭টি নকশায় অনুমতি/অনুমোদন দিয়েছেন এবং এর স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানা প্রয়োজন বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি দিয়ে শুনানীতে সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা এর চেয়ারম্যানের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা থাকায় ২১-০৩-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং চেয়ারম্যান, সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা প্রতি সমন জারী করা হয়।

৭। শুনানীর জন্য ধার্য ২১-০৩-২০১৬ তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত। শুনানীতে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান সময়ের আবেদন করায় সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ১৮-০৪-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং চেয়ারম্যান, সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা প্রতি পুনরায় সমন জারী করা হয়।

৮। শুনানীর জন্য ধার্য ১৮-০৪-২০১৬ তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ সাফায়েত জামিল হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ নুরুজ্জামান হাজির। অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন। সম্পূর্ণ তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগ দায়েরের পর তার যাচিত তথ্যের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনে যে জবাব প্রদান করেছেন তা অসত্য ও বিভ্রান্তিকর। এজন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ।

৯। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ডেমরা, ঢাকা থেকে কোন ধরনের বিল্ডিং নির্মাণের জন্য নকসা অনুমোদন করা হয় না । নকসা অনুমোদনের জন্য যে সাংগঠনিক কাঠামো এবং মানবসম্পদ প্রয়োজন তা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নেই । অত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্থানীয় জনগণের সুবিধার্থে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদান করেন । তবে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য অনাপত্তিপত্রের রেকর্ড সংরক্ষণ না করায় অভিযোগকারীকে বিল্ডিং নির্মাণ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয় । অপরদিকে, অভিযোগকারীর অবশিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য তিনি তথ্য কমিশনে সময় প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আবেদন করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যের মধ্যে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন । যেহেতু, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোন নকশা অনুমোদন করা হয় নি, সেহেতু এর ফটোকপি প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে, ১১৯/২০১৫ নং অভিযোগের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে । বর্তমান অভিযোগটির পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টির ব্যাখ্যায় (দাখিলকৃত জবাবে) জানানো হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এর ৪৭ ধারার অধীনে প্রণীত ২য় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে (২২) নং ক্রমিকে " ইউনিয়নে নতুন বাড়ী, দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং বিপদজনক দালান নিয়ন্ত্রণ করা " উল্লেখিত থাকায় কখনো কখনো অনুমোদন, অনাপত্তি, অনুমতি বা অন্য ভাষাগতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । একই পদ্ধতিতে সারা বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিয়নের ন্যায় এটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় । ঢাকা মহানগর এলাকায় একমাত্র রাজউক কর্তৃক নির্মাণ অনুমতি ও নকশা অনুমোদন করা হয়ে থাকে । কাজেই ইউপি চেয়্যারম্যান কর্তৃক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং নকশা অনুমোদন করা এক বিষয় নয় । তদনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কোন নকশা অনুমোদন করা হয়নি বলা যায় । তবে নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণকল্পে সারুলিয়া ইউপি চেয়্যারম্যান কর্তৃক যে ২৭টি ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তদসম্পর্কিত রেকর্ড ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষণ করা বিধেয় ছিল যা না করার ফলে ইউনিয়ন পরিষদ রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং চাহিত তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ১১৯/২০১৫ নং অভিযোগে যে জবাব দাখিল করেছেন তা অসত্য বলা যায় না কারণ ইউনিয়ন পরিষদে এরূপ কোন তথ্যই সংরক্ষণ করা হয় নি । যে তথ্য সংরক্ষিত হয়নি তা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য নয় । এজন্য ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল অনুযায়ী ইমারত নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন ফি এবং ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের উপর কর বাবদ যে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে তা ঘটনোত্তর আদায়ের ব্যবস্থাসহ নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তথ্য কমিশন মনে করে । এমতাবস্থায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অবশিষ্ট আরো কোন তথ্য ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকে সংরক্ষিত তথ্য কমিশনে উপস্থাপন করায় এবং তৎ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক জনাব মোঃ সেলিম উল্লাহ, ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ, সারুলিয়া বাজার শাখা, ডেমরা, ঢাকা কে এই অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেওয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে ।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে যাচিত তথ্যাদির মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত তথ্যাদি এবং ১১৯/২০১৫ নং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত জবাব, এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে বা তদ্‌পূর্বে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা -কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও কর তফসিল অনুযায়ী যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ না করায় যে পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে তার জন্য সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে সতর্ক করা হলো এবং তা ঘটনোত্তর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভবিষ্যতে এধরনের কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[বে.স]